R.N. No.2532/87 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে
বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই আষাঢ়, ১৪১৯
২০শে জুন ২০১২
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি হলে আমাদের কি হবে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীকে আমরা আর কাছে পাবো না। না বলতে মেঘ, না চাইতে জল। আজ এই ব্যাঙ্কটা উদ্বোধন তো পক্ষকাল যেতে না যেতেই আর একটা – আবার কিছুদিন বাদে দুটো ব্যাঙ্কের উদ্বোধন এক সঙ্গে। সবগুলোর উদ্বোধক প্রণববাবু। মানুষ না চাইলেও নতুন নতুন ব্যাঙ্ক উদ্বোধনে কোন খামতি ছিল না তাঁর মধ্যে। এর সঙ্গে ছিল প্রণববাবুর ছায়াসঙ্গীদের লুঠমারি। ৬০ টাকার টিফিন প্যাকেটের বিল ২০০ টাকা। ৬০০ প্যাকেটের বিল করে সাপ্লাই দিয়েছে তার অর্ধেক। অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল তৈরীর ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া। শহরের ডেকরেটরদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে ঘোড়শালার এক ব্যবসায়ী। সেখানেও বখরার চাপে ৩০ হাজারের প্যান্ডেলের বিল হয়েছে ৯০ হাজার। শুধু তাই নয় – ব্যাঙ্কগুলোর বাড়ী নির্ধারণেও চলেছে মোটা টাকার খেলা। শহরের মধ্যে রাস্তার ধারের বাড়ী অপছন্দ দেখিয়ে শহরের বাইরে, নিরাপত্তার বাইরে ব্যাঙ্ক চালু হয়েছে। একই বাড়ীতে চালু হয়েছে একাধিক ব্যাঙ্ক, একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থা। প্রণববাবুর ছায়াসঙ্গীদের গোপন লেনদেনে এটা সম্ভব হয়েছে – একথা মানুষকে বলার প্রয়োজন রাখে না। পাশাপাশি প্রণববাবুর আন্তরিকতায় কেউ হয়েছেন ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডাইরেকটরের একজন। কেউ হয়েছেন লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান। (শেষ পাতায়)

প্রচন্ড দাবদাহে জলের অভাবে অস্থির রাঢ়, একটু স্বস্তিতে বাগড়ী

বিশেষ প্রতিবেদক : বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য কিছু বৃষ্টিপাত ছাড়া মহকুমার রাঢ় অঞ্চলের গ্রামগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। কিছু গ্রামে কয়েকটি সাব মার্সিবেল যদিও ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিল কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য নয়। পাকা বোরোধান ঘরে আনার আগে ভয়াবহ শিলাবৃষ্টিতে জমির ফসল জমিতেই থেকে যায়। দৈনিক মজুরী এদিকে ২০০.০০ টাকা। প্রায় টিউবওয়েল অকেজো। পঞ্চায়েত, ব্লক সবাই নির্বিকার। টাকা নেই। রাঢ়ে জলস্তর এমনিতেই বাগড়ী এলাকা থেকে বহু নীচে। একটা হ্যান্ডপাম্প টিউবওয়েলে খরচ ২০/২২ হাজার টাকা। সেখানেও দায়সারা কাজ কিছু হয়েছে। ১০০ দিনের কাজও টিমেতালে। প্রধান বা নেতাদের গ্রামে ব্যাপক কাজ হলেও অন্য গ্রামে তেমন কাজ হচ্ছে না গতবার থেকেই। প্রচন্ড তাপে আর জলের অভাবে গরু মোষ চড়ানো গ্রামে প্রায় বন্ধ। কোথাও ও.আর.এস বা পানীয় জলের পাউচ দেবার সংবাদ নেই। কোনও বিশেষ দলের কোনও পরিক্রমা সাগরদীঘি ব্লকে চোখে পড়েনি। পুকুর নালা সব শুকিয়ে গেছে। যা আছে তাতে সকলের প্রয়োজন মিটছে না। মাছ চাষের জন্যে পর্যাপ্ত সার আর নোংরা খাবার দেওয়ায় সে জল পানের অযোগ্য। বরং বাগড়ী এলাকায় কিছুটা স্বস্তির বাতাস দেখা যাচ্ছে। আম, লিচু, (শেষ পাতায়)

চোরাই লোহা আটক সভাপতির ভাইপো গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর অঞ্চলের একাধিক জায়গার মাটি খুঁড়ে পুলিশ প্যাকিং লোহার রড উদ্ধার করে সম্প্রতি। খবর, ঐসব রড জাতীয় সড়কে 'ফোর' লেন তৈরীর প্রয়োজনে আনা হয়। তালাই মোড় থেকে সমাজবিরোধীরা ঐ রড পাচার করে। হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোম্পানী রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার (শেষ পাতায়)

দুই মোটর সাইকেল আরোহী এবার নিলো ২ লক্ষ ৯ হাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ আমবাগান কলোনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক আনন্দ হালদার ২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা খোয়ালেন ১৫ জুন দুপুরে। খবর, ঐ দিন জঙ্গিপুর স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাগের মধ্যে টাকা নিয়ে হাঁটা পথে বাড়ী ফিরছিলেন আনন্দ। বাড়ীর মুখে দুজন মোটর সাইকেল আরোহী আনন্দবাবুর টাকা ভর্তি ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে উধাও (শেষ পাতায়)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে জেলায় মাধ্যমিকে কৃতিত্বের জন্য ৫০ জনকে এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ২ জনকে সম্বর্ধিত করলেন জেলা শাসক রাজীব কুমার গত ৮ জুন। জেলা (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।।পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৪১৯

প্রসঙ্গ: খড়খড়ি

বর্তমানে খড়খড়ির নদীপদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা কতটুকু। বাস্তবিক পক্ষে এখন ইহা একটি খালবিশেষের পর্যায়ে পড়িয়াছে। আমরা ইহাকে খড়খড়ি নদী বলিতেই অভ্যস্ত যদিও ইহা মনুষ্যসৃষ্ট একটি বহমান খালবিশেষ ছিল।

বহুপূর্বে রঘুনাথগঞ্জ শহর প্রায় প্রতি বৎসর বন্যা কবলিত হইত। তাই শহরকে রক্ষা করিবার জন্য মানকুন্ডুর জমিদার পক্ষ হইতে শহরের বাহিরে পশ্চিমদিকে একটি লম্বা নদীখাতের মত খনন করা হয়। ইহার জলধারাকে মোগলমারী- হইয়া ভাগীরথী নদীর সহিত মিলাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পূর্বে উৎসমুখে গুজিরপুরের নিকট আখিরা নদীর জলধারা এবং বর্ষায় বর্ষণের জল খড়খড়ির প্রাণ সঞ্চার করিত। তখন ইহার বহমানতা ও নাব্যতা দুইই ছিল। পারাপারের ব্যবস্থা দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ শহরের সহিত পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করা হইত। তখন ফেরীঘাটেরও ডাক হইত। নদী পার হওয়ার সময় ক্ষেপণ এবং অন্যান্য অসুবিধাবিধায় মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে এই নদীর উপর একটি লৌহসেতু নির্মাণ করা হয়। ইহার ফলে শহর হইতে অন্যত্র যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু 'কালস্য কুটিলা গতিঃ'। ক্রমে ক্রমে মোহনার মুখ সংস্কারের অভাবে মজিয়া যায়। খড়খড়ি তাহার বহমানতা ও নাব্যতা হারাইয়া ফেলে এবং ইহা একটি লম্বা খালে পরিণত হয়। কিন্তু তাহার জলধারা দীর্ঘদিন পরিচ্ছন্নই ছিল। স্রোত হারাইবার ফলে ইহা দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বহু জলজ উদ্ভিদের সূতিকাগার হইয়া উঠে। পরিশেষে ইহাকে কচুরিপানায় ছাইয়া ফেলিল। সংস্কারের অভাবে এই কচুরিপানা খালটিকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিল যে নদীবুক মজিয়া অগভীর হইতে লাগিল। সুযোগসন্ধানী মানুষ নদীবুকে গড়িয়া তুলিলেন ইটভাটা, মৎস্যচাষের জলাশয়, বাসগৃহ ইত্যাদি। খড়খড়ি নদীর মৎস্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল প্রাচুর্য ও স্বাদের জন্য। কিন্তু এখন খড়খড়ির সে পুরাতন ঐতিহ্য আর নাই। এখন ইহা হাজা-মজা জলাশয়, মশকদের জন্মভূমি।

বিগত বিধ্বংসী বন্যার পর অনেকেই এই নদীর জলধারাকে প্রবাহিত রাখিবার উপযুক্ততা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু উৎসমুখ হইতে জলধারা আনা বা মোহনার মুখ খোলা সম্ভব কি? উভয় কার্য করিতে গেলে যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন, সেই 'ম্যাও' সামলাইবে কে?

তাই খড়খড়ি খালবিশেষ পর্যায়েই থাকুক আর মাথাভারি কর্তারাও জাগিয়া ঘুমোক।

सत्यमेव जयते

Govt. of West Bengal
Office of the Superintendent of Police
Berhampore, Murshidabad.

Memo No. 417 /Mt — Date 07/06/12

PUBLICATION MATTER

Sealed tenders are invited from bonafide firm / concerned firm for supplying Motor spare parts and repairing of Govt. vehicles (List of spare parts and repair job will be available at M.T Section) of Berhampore Police Lines, Murshidabad for the year 2012-2013 & 2013-14. The list of spare parts , list of repair job and a copy containing terms & condition will be had from Motor Transport Section, Berhampore Police Lines during office hours. Sealed tender to be scribed as "TENDER FOR SUPPLYING MOTOR SPARE PARTS' and 'TENDER FOR VEHICLE REPAIR WORKSHOP' for Govt.vehicles addressed to the undersigned should positively be submitted on 27.06.2012 at 12.00 hrs. in the Reserve Inspector Office at Murshidabad Police Lines, Berhampore with security deposit of Rs. 10,000/- (ten thousand only i.e, NSC, KVP for spare parts supplier and Rs. 5000/- (five thousand) only for garage owner i.e, NSC, KVP. The sealed tender will be opened at 16.00 hrs on 27.06.2012.

TERMS AND CONDITIONS :

1. The Tender which should be submitted to this office by 27.06.2012 within 12.00 hrs. and will be opened on the same day after 16.00 hrs. in the office to undersigned at Berhampore, Murshidabad.
2. Tender should be addressed to Superintendent of Police, Murshidabad.
3. Brand name and specifications of each and every article must be mentioned in the Tender.
4. All the tenderers must submit valid Pan Number, Sale Tax and Income Tax clearance certificate along with their tenders.
5. All the tenderers have to deposit Rs. 10,000/- (ten thousand) for spare parts and Rs. 5000/- (five thousand) for repair works as security money through NSC, KVP to be pledged in favour of the undersigned.
6. Tenders will be opened in the presence of the tenderers who may like to attend.
7. The undersigned reserves the right to accept or reject the whole of part of the tender without assigning any reason.
8. List of articles can be had from Motor Transport Section, Berhampore, Murshidabad from during office hours.

Sd/-
Superintendent of Police
Murshidabad.

Memo No.758/ Inf. /Msd. Dt. 22.6.12

কুঠিবাড়ির আনাচে কানাচে

(ইচ্ছে করলেই শিকড়সুদ্ধ গাছ তুলে ফেলা যায়। কিন্তু স্মৃতির শেকড় তো উপড়ে ফেলা যায় না। এই শহরে আমার নিকট আত্মীয়ের মতো দু'চারটে গাছের জন্য এখনো মন কেমন করে। একটা নয়নতারা গাছের মরণ কিংবা একটা অশথগাছের মহাপ্রয়াণ নিয়ে কোনো শোকসভা হয় না। কেউ ওদের জন্মজয়ন্তী পালন করে না। কিন্তু বিস্মৃতির কঠিন মাটিতে ফাটল ধরিয়ে ঐসব গাছ একদিন-না-একদিন মানুষের অবিচারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলবেই। ওরা কেউ গণ্যমান্য নয় — অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে মাটির রস টেনে বংশ-পরম্পরায় অনেক কষ্টে বেঁচে-থাকা কিছু গাছ। এদের নিয়েই আমার এই ধারাবাহিক -'কুঠিবাড়ির আনাচে কানোচে'। -**আশিস্ রায়**

রাজসাক্ষী গাছটা

সাহেবি আমলের একটা কুঠিবাড়ি থেকে জেলখানা যাওয়ার রাস্তার পুবদিকে যে গাছটার নিচে হরিজনরা এখন বাসা বেঁধে কাঁচা বাঁশ চিরে-চিরে ঝুড়ি বানায় কিংবা বুঁদ হয়ে ছেঁড়া মাদুরে বসে থাকে সেই মস্ত বটগাছটা এক দুঃসহ ঘটনার কথা ভেবে হয়ত আজও শিউরে ওঠে।

সর্বনাশা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' তখন কেড়ে নিচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার — তাদের ভিটেমাটি জমি অরণ্যের অধিকার। রাজার কাছ থেকে দখলনামা পেয়ে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার পত্তনিদাররা পাইক লেঠেলদের দিয়ে উৎখাত করছে মানুষকে - তাদের চোদ্দ পুরুষের জমি-জেরাত থেকে। শুধু উৎখাত নয় - ক্রীতদাস হয়ে মানুষ বেগার খাটছে তাদের বাপ-ঠাকুর্দার জমিতেই। এই অমানুষিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করল- যারা জমি দখল করে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। বিহারে আগুন জ্বললো। সাঁওতাল পরগণার দুমকায় লড়াই বাধল। পাকুড় থেকে বিদ্রোহী সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। একটা দল এল জঙ্গিপুরে। তারা ধরা পড়ল। ওদের নিয়ে আসা হল এখানকার কুঠিবাড়িতে। সদ্য অরঙ্গাবাদ থেকে উঠে আসা জঙ্গিপুরের মানুষের দন্ডমুন্ডের কর্তা সাহেবদের এজলাসে। বিচারও হল। কিন্তু জমিদার জোতদারদের জান-মালের মালিক রাজার বিরুদ্ধে লড়াই? এতবড় অপরাধের একমাত্র শাস্তি- মৃতুদন্ড। জনহীন জংলা একটা তল্লাটে ভাগীরথীকে সাক্ষী রেখে হাতকড়া-বাঁধা বিদ্রোহী সাঁওতালদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঐ বটগাছের ডালে লট্‌কে দেওয়া হল। হয়ত রাতের আঁধারেই।

দেড়শ' বছর আগের সেই বটগাছ জঙ্গিপুরের পুরনো ফৌজদারি কোর্টের সামনে ভাগীরথীর কিনারায় আজও দাঁড়িয়ে আছে। শহরের উত্তরের এই তল্লাট - বুনো জানোয়ারদের চারণকেন্দ্র — কিছু সাঁওতালের বধ্যভূমি— সেকালের সেই ফাঁসিতলা এতদিনেও তার সাবেকি নামটা হারিয়ে ফেলেনি। এতবড় একটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার অপরাধ কবুল করে গাছটা রাজসাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দ চরণপাতে

শীলভদ্র সান্যাল

'আমি চ'লে গেলে দু'কলম লিখো-' হেসে বলতেন তিনি।

'আপনার এখনও যেমন শরীর-স্বাস্থ্য,' বলতাম আমি, তাতে আপনি অনায়াসে একশো পার ক'রে দেবেন।

–হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়, একশো পার করেও দিতে পারি। –এবার তাঁর কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর। জানালেন, এখন তাঁর উননব্বই। এ্যাডমিট কার্ডে অবশ্যই দু'বছর কমানো ছিল। অবাক হয়ে যেতাম, এই বয়সেও এমন সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য! দীর্ঘদেহী ঋজু চেহারায় আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে আলাদা ক'রে নজর না প'ড়ে উপায় নেই। অন্তত ছ'ফুট লম্বা। কাঁচা-পাকা একমাথা কোঁকড়ানো চুল। তবে ইদানিং কানে কম শুনতেন। হাতে উঠেছিল লাঠি। সামনের সারির দাঁতগুলো বিদায় নিয়েছিল, কিন্তু কথায় কোনও জড়তা ছিলনা। ভরাট গম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বাড়ি-বাড়ি পুজোর ফুল সংগ্রহ করা ছিল নেশা। আমাদের বাড়িতেও আসতেন, জবাফুল নিয়ে যেতেন। বাড়িতে সন্ধ্যাহ্নিক, ঠাকুর পুজো ছিল তাঁর নিত্য প্রাত্যহিক কর্ম। আঁটোসাঁটো নিয়মনিষ্ঠ জীবনে অভ্যস্ত। কিছুটা রক্ষণশীল বলেই মনে হ'ত তাঁকে। কোন্ কোন্ দিন আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ, এ-সব তিনি কঠোর ভাবে মেনে চলতেন। দৃপ্ত-প্রত্যয় আর একরোখা জেদি মনোভাবের পাশাপাশি ছিল সুকুমার সৌকর্য ও সহাস্য রসিকতাবোধ। উদার স্বচ্ছ হাসিতে ছড়িয়ে পড়ত প্রসন্নতার সস্নেহ মাধুর্য। সেখানে কোনও মালিন্য ছিলনা। ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ জন্ম। আমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়, পিতৃতুল্য বললেও ভুল হয় না। তবু আমি তাঁকে 'দাদা' বলেই ডাকতাম। তার কারণ ছিল দুটো। আমার বাবাকে উনি কাকা বলতেন। আর আমার জেঠতুতো বড়দা'র উনি ছিলেন ক্লাসমেট।

–'ক্লাসমেট আর ক্লাসফ্রেন্ড কিন্তু এক কথা নয়, বড়দার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে একদিন বললেন উনি, 'তোমার বড়দা' ছিল আমার ক্লাসমেট, একবারে পাঠশালা থেকে পড়েছিলাম আমরা। আর উঁচু ক্লাসে এসে যে ভর্তি হয় - স্কুল বা কলেজ পড়ুয়া হিসেবে ; সে হল ক্লাসফ্রেণ্ড। ভারি চমৎকৃত হয়েছিলাম সেদিন ওনার এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে।

প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। পুরনো দিনের কত কথাই না বলতেন। অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলির কথা, তাঁর বর্ণনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠত। ১৯৪২ -এর ভারত ছাড় আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছিল জঙ্গীপুরের বুকেও। পুলিশের ধরপাকড় আর লাঠিচার্জের হাত থেকে বাঁচতে তিনি (আঠারো বছরের কিশোর তখন) আর পাঁচ জন ছাত্রের সঙ্গে ফতেখাঁ-র জঙ্গল দিয়ে পালিয়েছিলেন, সেই গ্লানি ভুলতে পারেননি আজীবন। সত্তর বছর আগেকার স্কুল জীবনের কত রকম চমৎকার খবর উঠে আসত তাঁর স্মৃতি কথায়।

(চলবে)

ডাঃ বিক্রম সাহার আত্মাহুতি কি বিফলে যাবে?

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

যে ফুল না ফুটিতে ঝরে পরে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

ডাঃ বিক্রম সাহা মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সহ-অধ্যাপক, এম. ডি., ছাত্র ও গরীব দরদী, রোগীঅন্ত প্রাণ, কর্তব্যে কঠোর — বিরাট মাপের এক উজ্জ্বল তারকা। সেই মধ্যবিত্ত ভাবপ্রবণতায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, সমস্ত দরজায় অভিযোগ জানিয়ে বিচার না পেয়ে নিজেকে সরিয়ে দিল এই 'কুৎসিত' পৃথিবী থেকে। শনিবার মরণকে শ্যাম সমান বরণ করেও মরণ তাকে নিয়ে গেল বুধবার রাত্রে অতি নীরবে। স্বজনরা ঝাঁপিয়ে পড়লো ঠান্ডা দেহের উপর।

মধ্যবয়সের এই যুবক তার কর্মস্থলে লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রহৃত হয়েছে। তার ১০০ টাকা ফিজ বাড়ানোর চাপ এসেছে বারবার। মেদিনীপুরের ডাকসাইটে বাম নেতার কথায় অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্রম সময় দিতে অস্বীকার করে। এর জন্য তার উপর দৈহিক ও মানসিক আক্রমণের কোথাও কোন বিচার হয়নি। সমস্ত লিখে গিয়েছে পাতা ভরে। ভেবেছে তার চিতার আগুনে চিতাবাঘরা মুখ লুকোবে। হায় রে সেন্টিমেন্ট! মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে দিন দিন আত্মহনন যেন মহামারীর মত আসন করে নিয়েছে। চিকিৎসায় দারুণ দক্ষ, ভদ্র, নম্র, ভক্তপ্রাণ এভাবে লড়াই -এর ময়দান দানবদেরকে ছেড়ে দেবে কেউ ভাবেনি। চলে গেল, কিন্তু প্রশ্ন তুলে দিল অনেক। নিরাপত্তার প্রশ্ন, মমতার সঙ্গে বাম জমানার পার্থক্যের প্রশ্ন, সরকারী নির্দেশ মানতে গিয়ে হেনস্থা যে সব রাজ্য সরকারী কর্মচারী রোজ হচ্ছেন তাদের দিশা দেখানোর প্রশ্ন। যারা সরকারী সম্পত্তি তছনছ করতে দিতে যায়না, চায়না কাজে ফাঁকি দিতে তাদেরকেই কেন সম্মান খুইয়ে যেতে হয় — এসব প্রশ্নের জবাব স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে। বিক্রম বলেছে আমার চিতার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাক যত জঞ্জাল। হবে কি? এত বড় প্রতিভা। এত বিরাট প্রতিবাদী চরিত্র যে ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রতিবাদ করে গেল - মিডিয়া ডেকে গায়ে আগুন দিয়ে নয় স্রেফ নীরবে - তা কি ব্যর্থ হবে? মমতাজী কি বলেন? এটা ছোট্ট ঘটনা ! রক্ত দিয়ে লেখা তার লেখাগুলি পড়ুন। চোখ খুলে দেখুন সরকারী হাসপাতাল কারা চালাচ্ছে — ভাগাড়ের শকুনেরা নাকি আপনারা? ধন্য বিক্রমের বাবা মা — এই রত্ন তারা রাজ্যকে দিয়েছিলেন। ধন্য জঙ্গিপুর! কিন্তু হতভাগ্য জঙ্গিপুরবাসী যারা দেবতুল্য ডাঃ বিক্রমকে কাছে পেলেন না।

(প্রণববাবু রাষ্ট্রপতি .....১ম পাতার পর)

আবার কেউ কেউ প্রণববাবুর বদান্যতায় অবসরের পরও কোন সংস্থার দায়িত্বশীল পদে বসেছেন। এছাড়া এলাকার আমির ওমরাহেদের জন্য আরো বড় বড় ব্যাপার করে গেছেন প্রণববাবু। সে সব ঘটনা জঙ্গিপুরের মানুষ দু'দিন বাদে ভুলে গেলেও ভুলবেন না — এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে, বেকারত্ব দূরীকরণে, নদী ভাঙন প্রতিরোধে, রেল পরিষেবা ইত্যাদিতে তিনি কিছুই করেননি। অথচ জঙ্গিপুরের বর্তমান পরিকাঠামোয় দরকার ছিল - ফায়ার ব্রিগেড, শহরে কিছু ছোট বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি হয়েও এই দীর্ঘ সময়ে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজনের উত্তরণ ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য তিনি কি করে গেলেন যাতে তাকে ভোলা যাবে না। শুধু কামদাকিঙ্কর মেমোরিয়াল স্মৃতি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা আর স্টীল অথরিটির পয়সায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে কিছু যন্ত্রপাতি এবং শবদেহ পরিবহনে যান। এসবে তাঁকে মনে রাখবে জঙ্গি পুরের মানুষ? তবে ভালো লাগছে — আমাদের এলাকার সুখ দুঃখের ভাগীদার প্রণব মুখার্জী ভারতের রাষ্ট্রপতি। অবশ্য এখনও হননি।

(প্রচন্ড দাবদাহ .....১ম পাতার পর)

কাঁঠাল ভালই পয়সা দিচ্ছে। পেঁয়াজ, আলুও চাষীকে প্রচুর পয়সা দিয়েছে। নদী সংলগ্ন এলাকা বলে প্রায় টিউবওয়েলই জল দিচ্ছে। সবুজের ছিটে রাঢ় অঞ্চলে নেই তার প্রাচুর্য বাগড়ীতে এখনও বিদ্যমান। গর্ভবতী মায়েদের জন্যে যে মাতৃযান এখানে দেখা যাচ্ছে তার কোনও সুযোগ প্রত্যন্ত রাঢ় এলাকায় নেই। প্রবল শিলাবৃষ্টিতে বহু গ্রামের গরীব মানুষের ঘরের চাল - টিন নষ্ট হয়ে গেছে। সারানোর ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে ব্লক অফিসারের ঘুম ভাঙ্গেনি। কিছু ত্রিপল ভাগ্যবান কেউ কেউ পেয়েছে। ধূ ধূ জ্বলছে চারদিক। বীজতলা তৈরী করার দিন চলে যাচ্ছে জ্যৈষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে। ছেঁড়া মেঘেরা ঘোরাঘুরি করছে এই পর্যন্ত।

(চোরাই লোহা .....১ম পাতার পর)

করে। এদের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আসরাফ আলির ভাইপো আছে। নওদা গ্রামে মাটির ভিতর থেকেও প্রচুর রড উদ্ধার হয় বলে খবর।

(মোটরসাইকেল আরোহী .....১ম পাতার পর)

হয়ে যায়। পুলিশী তদন্তে আনন্দ কোন আশ্বাস পাননি বলে খবর। মাস তিনেকের মধ্যে শহরে পরপর টাকা ছিনতাই হয়ে গেলেও পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

থানায় ব্লক কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস কমিটি স্থানীয় থানায় ১০ দফা দাবীর ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেয়। প্রধান দাবীর মধ্যে ছিল -১) ধুলিয়ানের পুরপতির উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, ২) থানায় দালাল চক্র বন্ধ করতে হবে, ৩) অবিলম্বে শহরে মদের ঠেক ও জুয়ার আড্ডা বন্ধ করতে হবে, ৪) থানার এ্যাম্বুলেন্স জনগণের স্বার্থে পুনরায় চালু করতে হবে। ৫) পুলিশ প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরণ বন্ধ করতে হবে। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা সভানেত্রী মৌসুমী বেগম, ধুলিয়ানের পুরপতি মেহেবুব আলম, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আমিরুল ইসলাম, টাউন সভাপতি কাশীনাথ রায় প্রমুখ।

পথ দুর্ঘটনায় ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার তারাপুরে জাতীয় সড়কে ২৭ মে একটি ছেলে লরি চাপা পড়ে মারা যায়। নাম অজয় রবিদাস(১৪)। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। ছে লেটির হঠাৎ মৃত্যুতে তারাপুর কলোনীতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট
রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

(মাধ্যমিক ও উঃ মাঃ .....১ম পাতার পর)

শাসক বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলাকে পিছিয়ে পড়া জেলা বলে আখ্যা দেয়া হয়। কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় এই জেলা শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি কৃতিত্বের জন্য ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। জেলা তথ্য দপ্তর সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৫ জুন সারা পৃথিবীর ৪০তম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সাথে সাথে ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমস্ত স্তরের কর্মীরা এই দিনটিকে স্মরণ করে সাইকেল র‍্যালি করে ফিল্ড হোস্টেল থেকে প্ল্যান্টে আসেন। বৃক্ষরোপণ, স্লোগান, রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জি.এম ভিতান কুমারের নেতৃত্বে দিনটি সুন্দরভাবে পালন করা হয়। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রচনা লেখা প্রতিযোগিতাও হয়। রূপাল সরকার, বিক্রম প্রামাণিক, পূরবী আলি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেন নানা বিষয়ে। তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

স্কুল নির্বাচনে সি.পি.এম জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাই স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ১৭জুন টানটান উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। ৬টির মধ্যে ৪টি সিটে সি.পি.এম ও ২টিতে কংগ্রেস জয়ী হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সি.পি.এমের দখলে আছে।

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।